إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

যখন জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে (তথা জুমুআর নামাযের দিকে) ধাবিত হও। (সূরা জুমুআ : ৯)

চতুর্থ অধ্যায়

ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন

بسم الله الرحمن الرحيم

চতুর্থ অধ্যায়

ফাযায়েলে আ'মালে জুমুআ ও ঈদাইন

জুমুআর দিনে বিশেষ ৭টি আমলের ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ وَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ .

رواه النسائى فى كتاب الجمعة – فضل المشى الى الجمعة. ورواه الترمذى فى ابواب الجمعة – باب فى فضل الغسل يوم الجمعة وقال هذا حديث حسن وفيه اجر صيامها وقيامها. واللفظ للنسائى.

অর্থাৎ, হযরত আউছ ইবনে আউছ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে (কাপড়-চোপড়) ধৌত করবে ও গোসল করবে অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে ও সকাল সকাল মসজিদে গমন করবে এবং সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে, আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে, অতঃপর চুপ করে (খুতবা) শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে এক বৎসরের রোযা ও রাতের বেলায় নামায পড়ার ছওয়াব হবে। (নাসায়ী ও তিরমিযী)

সারকথা এ হাদীছে ৭টি আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. অন্য দিনের তুলনায় ফজরের সময় ঘুম থেকে আগে উঠা।
২. গোসল করা। (মেসওয়াকও করা)
৩. উত্তম ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করা।
৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।
৫. ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা।
৬. মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।
৭. খুতবার সময় কোনোরূপ কাজ না করা বা কথা না বলা।

জুমুআর দিন উপরোক্ত আমলগুলো করলে পূর্বে উল্লেখিত তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতি কদমে এক বৎসর নফল রোযা ও এক বৎসর নফল নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

رواه مسلم فى كتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং উত্তমরূপে উযূর কাজগুলো সম্পন্ন করবে অতঃপর জুমুআতে যাবে এবং চুপ করে খুতবা শুনবে, তার এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুতবার সময় কঙ্কর-বালি নাড়াচাড়া করল, সে অনর্থক কাজ করল। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ رض. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ ادَّهَنَ اَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَصَلّٰى مَا كُتِبَ لَهٗ ثُمَّ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ

اَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى. رواه البخارى فى كتاب الجمعة - باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে, তারপর তেল মাখাবে বা সুগন্ধি মাখাবে, অনন্তর (মসজিদে) গমন করবে, তার পর দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে না, যা সম্ভব নামায আদায় করবে, তার পর ইমাম খুতবার জন্য বের হলে চুপ থেকে তা শুনবে, তার পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সমস্ত গানাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারী)

জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য শীঘ্র মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য যত শীঘ্র মসজিদে যাবে তত বেশী ছওয়াব হবে। সর্বপ্রথম যে যাবে, একটা উট কুরবানীর ছওয়াব পাবে। তারপরের জন একটা গাভী কুরবানীর, তারপরের জন দুম্বা কুরবানীর, তারপরের জন একটা মুরগি দানের এবং তারপরের জন একটা ডিম দানের ছওয়াব পাবে।

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ. رواه مسلم فى كتاب الجمعة - باب فضل التبكير الى الجمعة باعتيار ساعات، ورواه الترمذى فى ابواب الجمعة - باب ما جاء فى التبكير الى الجمعة وقال هٰذحديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত— রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে, অনন্তর মসজিদে গমন করে, সে

যেন একটা উট কুরবানী করল। তারপর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গমন করে, সে যেন একটা গরু কুরবানী করল। তারপর তৃতীয় মুহূর্তে যে গমন করে, সে যেন একটা মেষ কুরবানী করল। তারপর চতুর্থ মুহূর্তে যে গমন করে সে যেন একটা মুরগী কুরবানী (অর্থাৎ, দান) করল। আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গমন করে সে যেন একটা ডিম কুরবানী (অর্থাৎ, দান) করল। অনন্তর যখন ইমাম (খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে) বের হয়, তখন ফেরেশতা (লেখার দফতর গুটিয়ে) খুতবা শুনতে শুরু করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

জুমুআর নামাযের ফযীলত

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ. رواه مسلم فى كتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করবে, অতঃপর জুমুআর নামাযে যাবে, অনন্তর তার পক্ষে যা সম্ভব নামায পড়বে, অতঃপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে চুপ থাকবে যাবত না ইমাম তা শেষ করবে, তারপর ইমামের সঙ্গে জুমুআর নামায পড়বে, তার এ জুমুআ ও পূর্বর্তী জুমুআর মধ্যকার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু আও তিন দিনের। (মুসলিম)

তবে উল্লেখ্য যে, জুমুআর নামায দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়। কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। জুমুআর নামায দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয় কবীরা গোনাহ মাফ হয় না– তা এক হাদীছে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض مَرْفُوْعًا اَلصَّلٰوةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغْشَ الْكَبَآئِرَ. رواه مسلم فى كتاب الطهارة – باب فضل الوضوء والصلوة عقبه.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ মধ্যবর্তী যাবতীয় গোনাহ মোচন করে দেয় যদি কবীরা না হয়। (মুসলিম)

* জুমুআর দিন ফজর নামাযে প্রথম রাকআতে পূর্ণ সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে পূর্ণ সূরা দাহ্‌র পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذی، ابواب الجمعة-باب ما جاء فی ما یقرأ فی صلوة الصبح یوم الجمعة)

* জুমুআর নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা (সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা) এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذی، ابواب الجمعة-باب ما جاء فی القرائة فی صلوة الجمعة)

জুমুআর নামায তরক করার খারাবী

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِیْ هُرَیْرَةَ رض اَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ عَلٰی اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ: لَیَنْتَهِیَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَیَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَیَکُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِیْنَ. رواه مسلم فی کتاب الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি– লোকেরা হয়ত জুমুআর নামায তরক করা থেকে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের উপর মোহর অংকিত করে দিবেন, অনন্তর তারা নিশ্চিতই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ اَبِی الْجَعْدِ الضَّمْرِیِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَکَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قَلْبِهٖ. رواه ابو داود فی کتاب الصلوة – باب التشدید فی ترک الجمعة، ورواه الترمذی فی ابواب

الجمعة – باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر وقال حسن غريب ورواه النسائى فى كتاب الجمعة – باب التشديد فى التخلف عن الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আবুল জা'দ আদ-দুমারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলাবশত তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের উপর মোহর অংকিত করেক দেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض ـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ. وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رواه الشافعى فى الام ١/٢٣٩.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জরূরত ব্যতীত জুমুআর নামায তরক করে, তার নামে মুনাফেক উপাধী লেখা হয় এমন কিতাবে যার লেখা মোছা হয় না এবং পরিবর্তনও করা হয় না। কোন কোন বর্ণনায় তিনবার তরক করার কথা বর্ণিত হয়েছে। (কিতাবুল উম্ম)

জুমুআর দিনে ইস্তিগফারের আমল

জুমুআর দিন বেশী বেশী ইস্তিগফার করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رض ـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ ذُنُوْبَهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. اورده النووى فى الاذكار عن كتاب ابن السنى – باب ما يقال فى صبيحة الجمعة.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজর নামাযের পূর্বে তিনবার নিম্নোক্ত ইস্তিগফারটি পাঠ করবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার ন্যায়।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

(كتاب الاذكار)

জুমুআর দিনে সূরা কাহাফের আমল

জুমুআর দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) অনেক ফযীলতের একটি আমল। এরূপ করলে দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়টুকু নূরে নূরান্বিত থাকবে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض۔ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَآءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

رواه البيهقى فى الدعوات الكبير. كذا فى المشكاة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। (দাওয়াতুল কাবীর)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض۔ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَآءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان. حديث رقم ٢٤٤٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য তার থেকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ নূর চমকাতে থাকবে। (শুআবুল ঈমান)

জুমুআর দিনে আসরের পরের আমল

যে কোনো দিন আসরের পর থেকে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যিকির, তাসবীহ ও দু'আয় লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। কেননা, আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এ দুটো সময়ে যিকির, তাসবীহ ও দু'আয় লিপ্ত থাকার বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদে লিপ্ত থাক সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। (সূরা তাহা : ১৩০)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ.

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ তাহমীদ (প্রশংসা বর্ণনা করা যেমন–"আলহামদু লিল্লাহ" বলা)–য়ে লিপ্ত থাক সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা মুমিন : ৫৫)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

অর্থাৎ, আর আপন মনে তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করতে থাক ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং নিম্ন স্বরে সকালে এবং আসর থেকে মাগরিরের মধ্যবর্তী সময়ে। (সূরা আরাফ : ২০৫)

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো দিন সকালে ও আসরের পরে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। বিশেষত জুমুআর দিন আসরের পরে যেহেতু দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত রয়েছে এবং সে মুহূর্তটি আসরের পর হওয়ার ব্যাপারে অনেকের মত রয়েছে, তাই জুমুআর দিন আসরের পর (মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত) বিশেষভাবে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা চাই।

জুমুআর দিনে দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ একটি মুহূর্ত

জুমুআর দিন বিশেষ একটি দুআর মুহূর্ত রয়েছে, যখন কোনো দুআ করা হলে তা অবশ্যই কবূল হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ يُقَلِّلُهَا. رواه متفق عليه.

البخارى فى كتاب الجمعة – باب الساعة التى فى يوم الجمعة. ورواه مسلم فى كتاب الجمعة – باب ذكر الساعة التى تقبل فيها دعوة العبد اذا وافقها وبيان وقتها.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এ দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোনো মুসলমান বান্দা নামাযের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারায় দেখান যে, সে সময়টি সামান্য মুহূর্তের জন্য। (বোখারী ও মুসলিম)

এই দুআর মুহূর্ত কোন্‌টি তা নিয়ে প্রচুর মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত হল সে মুহূর্তটি হচ্ছে– ইমাম যখন খুতবা প্রদান করার জন্য মিম্বরে আরোহণ করেন তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর এক মত হল– যখন জুমুআর নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হয় তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর একটি মত হল– সে মুহূর্তটি জুমুআর দিন আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। অতএব জুমুআর দিন এ মুহূর্তগুলিতে দুআর এহতেমাম করা চাই। তবে উল্লেখ্য যে, ইমাম খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে আরোহণের পর থেকে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো দুআ করতে চাইলে তা মনে মনে করবে।

জুমুআর দিন বেশী বেশী দুরূদ শরীফের আমল

জুমুআর দিন বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা চাই। হাদীছ শরীফে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاِنَّهُ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ اٰنِفًا عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً اِلَّا صَلَّيْتُ اَنَا وَ مَلَائِكَتِىْ عَلَيْهِ عَشْرًا. رواه الطبرانى بسند لا بأس به فى المتابعات. كذا فى القول البديع.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুমুআর দিন আমার প্রতি

বেশী বেশী দুরূদ পাঠ কর। কেননা, এই মাত্র জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর যে কোনো মুসলমান তোমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আমি তাকে দশটি রহমত দান করব আর ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমতের দুআ করবে। (তাবারানী)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَىَّ. اخرجه الشافعى وهو مرسل كذا فى القول البديع.

অর্থাৎ, হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুমুআর দিন ও জুমুআর রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) হলে আমার প্রতি বেশী বেশী দুরূদ পাঠ কর। (আল-কাওলুল বাদী')

দুই ঈদের দিনের আমলসমূহ

দুই ঈদের রাতের ফযীলত

দুই ঈদের রাতও ফযীলতের রাত। হাদীছে এসেছে–

مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ. قال المنذرى رواه ابن ماجة ورواته ثقات الا ان بقية مدلس وقد عنعنه. كذا فى الترغيب والترهيب حديث رقم ١٦٤٢. وقال البوصرى: اسناده ضعيف لتدليس بقية وله شاهد من حديث عبادة رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط والاصبهانى من حديث معاذ فيقوى بمجموع طرقه ٢/٨٥.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে ছওয়াবের নিয়তে জাগরিত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাহলে যেদিন অন্যান্য দিল মরে যাবে সেদিন তার দিল মরবে না। (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা: কিয়ামতের দিনের আতংকের কারণে অন্যান্য লোকের অন্তর ঘাবড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, কিন্তু দুই ঈদের রাতে জাগরণকারীর অন্তর তখন ঠিক থাকবে, ঘাবড়াবে না।

ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় আমলসমূহ

* ঈদুল ফিতরে ১৩টি জিনিস সুন্নাত।

১. ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা।
২. মেসওয়াক করা।
৩. গোসল করা।
৪. যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা।
৫. শরীআতসম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা।
৬. খুশবূ লাগানো।
৭. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টদ্রব্য খেয়ে যাওয়া।
৮. আগে ঈদগাহে যাওয়া।
৯. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া।
১০. ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওজরে মসজিদে না পড়া।
১১. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
১২. যাওয়ার সময় এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

১৩. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা।

ঈদুল আযহার দিন করণীয় আমলসমূহ

* ঈদুল আযহার দিনও পূর্বে বর্ণিত ১৩টি বিষয় সুন্নাত। পার্থক্য হল (১) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। (২) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার সময় উপরোক্ত তাকবীর আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে জোরে বলা সুন্নাত। (৩) ঈদুল ফিতরের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া সুন্নাত। (৪) ঈদুল আযহায় ফিতরার বিধান নেই বরং এখানে নামাযের পর কুরবানী রয়েছে।

* ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা (সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা) এবং দ্বিতীয়

রাকআতে সূরা গাশিয়া (হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া) অথবা প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ক্বামার পড়া মুস্তাহাব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ পড়তেন। (ترمذی، ابواب العیدین- باب القرائة فی العیدین)

তবে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সূরাসমূহের মধ্যে যে সূরাই পাঠ করা হবে তা পূর্ণাঙ্গ পাঠ করতে হবে। (التبیان فی آداب حملة القرآن)

ঈদুল আযহায় কুরবানীর আমল

অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত